মানবাধিকারকর্মীদের ওপর ঘোষণা

সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকে প্রচার ও সুরক্ষিত করার জন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমাজের অঙ্গসংগঠনগুলির অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে ঘোষণা

09.12.1998

ঘোষণাটি গৃহীত হওয়ার তারিখ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে **সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণাটি গৃহীত হয়**

মানবাধিকারকর্মী কারা ?

সাধারণ পুরুষ এবং নারী যারা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছেন, উদাহরণস্বরূপ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, আদিবাসী মানুষ বা সমকামী, তৃতীয় লিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে অধিকার আদায়ে যারা এককভাবে অথবা সংগঠিতভাবে কাজ করছেন।

কীভাবে আপনি মানবাধিকারকর্মীদের সমর্থন করতে পারেন ?

- মানবাধিকারকর্মীদের ওপর ঘোষণা সম্পর্কে তথ্য বিতরণ করা
- মানবাধিকারকর্মীদের কাজের স্বীকৃতিতে অবদান রাখা
- মানবাধিকারকর্মীদের সাহায্য ও সুরক্ষায় যেসব সংগঠন কাজ করছে তাদের সমর্থন করা
- ঝুঁকিতে থাকা মানবাধিকারকর্মীদের জন্য কাজ করা
- মানবাধিকারকর্মী হোন! প্রত্যেকেরই মানবাধিকারের বিষয়গুলো প্রচার ও সুরক্ষার জন্য অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে

ঘোষণাটির অবস্থান কী ?

আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতার ওপর ভিত্তি করে এই ঘোষণাটি তৈরি করা হয়েছে, যেখানে মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার বিষয়গুলোর প্রতিফলন হয়েছে

মানবাধিকারকর্মীদের অধিকার ও সুরক্ষা

- দেশে এবং বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার নিয়ে প্রচার করা
- একা অথবা অন্যদের সঙ্গে মিলে মানবাধিকার রক্ষা করা
- সংগঠন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন করা
- শান্তিপূর্ণভাবে সাক্ষাত অথবা একত্রিত হওয়া
- মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য চাওয়া, গ্রহণ করা, সংরক্ষণ করা এবং তথ্য ধরে করে রাখা
- মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং নীতিমালা তৈরি করে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে এ্যাডভোকেসি করা
- কর্তৃপক্ষের কাজে উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সমালোচনা করা ও প্রস্তাব দেয়া এবং তাদেরকে যেকোন মানবাধিকার বিষয়ক ঝুঁকি সম্পর্কে সর্তক করা
- মানবাধিকার বিষয়ক সরকারি নীতি ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিযোগ করা এবং এইসব অভিযোগ পর্যালোচনা করা
- মানবাধিকার রক্ষায় পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে আইনগত এবং প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান অথবা অন্য উপায়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা
- জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা মূল্যায়নের জন্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত যেকোন গণশুনানী, আইনী প্রক্রিয়া ও বিচারে অংশগ্রহণ করা
- কোনরকম বাধানিষেধ ছাড়া বেসরকারি এবং আন্তঃসরকারি সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা
- কার্যকরী প্রতিকার থেকে উপকৃত হওয়া
- আইনগতভাবে মানবাধিকারকর্মী হিসেবে পেশা বা জীবিকা নির্বাহ করা
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে জাতীয় আইনে সুরক্ষা প্রদান করা
- মানবাধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ, গ্রহণ ও ব্যবহারের জন্য আবেদন করা

অনুচ্ছেদ ১, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২ ও ১৩

রাষ্ট্রের কর্তব্য

- সর্বপ্রকার মানবাধিকার রক্ষা, প্রচার এবং বাস্তবায়ন করা
- রাষ্ট্রের এখতিয়ারভূক্ত সবার জন্য সর্বপ্রকার মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা ভোগের বিষয়টি নিশ্চিত করা
- অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগের বিষয়টি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইনগত, প্রশাসনিক এবং অন্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তির জন্য কার্যকরী প্রতিকার প্রদান করা
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়ে দ্রুত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন করা
- মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজের কারণে যারা সহিংসতা, ঝুঁকি, প্রতিশোধ, বৈষম্যমূলক প্রতিকূলতা, চাপ অথবা যেকোন ধরনের বিধিবহির্ভূত নিপীড়নের মুখোমুখি হয়েছেন তাদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা

অনুচ্ছেদ ২, ৯, ১২, ১৪ ও ১৫

- নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা বৃদ্ধি করা
- স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন এবং উন্নয়নে সহায়তা প্রদান এবং তা নিশ্চিত করা
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরে এবং পেশাদারী প্রশিক্ষণে মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা

প্রত্যেকের দায়িত্ব

- মানবাধিকার নিয়ে প্রচার করা, গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা করা, অপরের মানবাধিকার লঙ্ঘন না করা
- অন্যের মানবাধিকার প্রভাবিত করে যারা এমন পেশায় নিয়োজিত বিশেষত: পুলিশ অফিসার, আইনজীবী, বিচারক ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মানবাধিকার রক্ষায় দায়িত্ব রয়েছে

অনুচ্ছেদ ১০, ১১ ও ১৮

বিস্তারিত তথ্যের জন্য: ***www.protecting-defenders.org***

Design by Oh ! llaliss